

একজন শামসুর রাহমান

প্রদীপ দেব

১

কবি শামসুর রাহমান মারা গেছেন ১৭ আগস্ট। এ মৃত্যুর জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি ছিলো। তাঁর শেষের দিনগুলোর প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করেছে তাঁর শারীরিক অবনতির কথা। বিবিসি অনলাইনে শুনেছি তাঁর জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারের কথা। সকল মৃত্যুই বেদনা দায়ক। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবকিছু যেখানে *নষ্টদের অধিকারে* চলে যাচ্ছে, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার অধিকারের কথা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি পেলেই খুশি হবার চিন্তাভাবনা করছেন, সেখানে কবি শামসুর রাহমানের স্বাভাবিক মৃত্যু আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। কবিকে ধারালো কুঠার দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো নষ্ট জিহাদীরা - মাত্র কবছর আগে। হুমায়ূন আজাদকে তো তারা মেরেই ফেলেছে। বাংলাদেশে যাঁরা প্রগতির কথা বলেন, প্রগতির পথে চলেন - তাঁদের এখন নিজ দায়িত্বেই বেঁচে থাকতে হয়। কবিতার শক্তি প্রচন্ড - কবিতা বদলে দিতে পারে একেকটা জীবন, একেকটা সমাজ এমনকি মুক্তি এনে দিতে পারে পুরো জাতির। কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশে - কবির জীবনের দাম নেই। সে দুঃসহ জীবন থেকে শামসুর রাহমান মুক্তি পেয়েছেন।

তিনি তো কত আগেই বুঝেছিলেন, *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*। সেই উদ্ভট উট এখন উদ্ভটতর হয়েছে। পতিত স্বৈরসেনা-প্রতিনায়ক এখন স্বদেশে উঠে দাঁড়াচ্ছে আরেক স্বৈরাচারের আঁচল ধরে। হয়তো আবার বেরুবে তার রাইফেলের মুখে কবিতার দুর্গন্ধ বারুদ। নির্লজ্জভাবে ছাপানো হবে দেশের সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। শামসুর রাহমানকে এসব আর দেখতে হবে না। মরে বেঁচে গেছেন তিনি। তাও আবার স্বাভাবিক মৃত্যু। মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং তাঁর সমমনা সহকর্মীদের জিহ্বা কেটে নেয়ার হুমকি দেয়া হয় প্রকাশ্যে। হাসান আজিজুল হককে টুকরো টুকরো করে কেটে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাসন করা হয়। যে ঘাতকরা এগুলো বলে - তারা তা করেও। তাদের যথেষ্ট পেশাদারী অভিজ্ঞতা এসব কাজে। সুতরাং আমাদের হয়তো রক্তক্ষরণ দেখতে হবে আরো - এবং আশ্চর্য রকমের অসীম সহশক্তি আমাদের। আমাদের এখন আর কোনকিছুতেই কিছু যায় আসে না।

২

আমাদের যে কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না, তাও কি শামসুর রাহমান বুঝে ফেলেন নি অনেক আগেই? তিনিই তো লিখেছেন আমাদের মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী মানসিকতার দলিল, *খাচ্ছি দাচ্ছি অফিস যাচ্ছি, চকচকে রেডে দাড়ি কামাচ্ছি*। আমাদের মেরুদণ্ড যদি এতটা সহনশীল না হতো - আমাদেরও তো শামসুর রাহমানের মত মনে হতে পারতো, *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*। অবশ্য সে যোগ্যতা কজনের থাকে আমাদের দেশে? জাহানারা ইমামের মত মানুষকে মরতে হয়েছে দেশদ্রোহীর মামলা মাথায় নিয়ে।

৩

আমরা শামসুর রাহমানের দেহ ঢেকে দিতে পারিনি জাতীয় পতাকার আচ্ছাদনে। মতিউর রহমান নিজামী মারা গেলে দেয়া হবে রাষ্ট্রীয় সম্মান। এটাই বিধান। আর এটাকে মেনে নিয়েছি তো আমরাই। এখন তাই তো উদারতার সুযোগ নিয়ে মুক্তমনার পাতায়ও ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, শামসুর রাহমান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিনা। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতেই বিশ্বাস করেনা, তারা আজ জাতিকে

শেখাতে আসে, মুক্তিযুদ্ধ মানে গন্ডগোল, মুক্তিযুদ্ধ মানে ইসলাম রক্ষার লড়াই, মুক্তিযুদ্ধ মানে - ক্ষমতার বাঁকা পথ। আজ তাই বাংলাদেশের সংবিধান থেকে গোপনে বাদ দেয়া হয় স্বাধীনতার সনদ, টলমল করে দেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধজাত রাষ্ট্রের ভিত্তি। শামসুর রাহমান বেঁচে গেছেন অনেক যন্ত্রণা থেকে। নইলে *একটি মোনাজাতের খসড়া* লেখার খেসারত দিতেই হতো তাঁকে।

৪

শামসুর রাহমানের লেখার সাথে আমার পরিচয় অনেক ছোটবেলায়। কবিতায় নয়, গদ্যে। তাঁর *স্মৃতির শহর* আমাকে সেসময় নিয়ে গিয়েছিলো আমার অদেখা এক স্বপ্নের ঢাকায়। পরে যখন ঢাকা দেখলাম - অনেক খুঁজেছি স্বপ্নের শহর। কিন্তু পাইনি। কারণ ওটা আধুনিকতার ছোঁয়ায় স্বপ্নের মত ঢাকা পড়ে গেছে। শামসুর রাহমানের কবিতা - *স্বাধীনতা তুমি* আমাকে নিয়ে যায় আরেক জগতে। বিজ্ঞান আর কবিতায় কতটুকু বৈরিতা আছে আমি জানিনা, কিন্তু কবিতার বাস্তবতায় অনেক অবাস্তুর জিনিসও কেমন সয়ে যায়। আমি ভালোবেসে ফেলেছি কবিতার বাস্তব অবাস্তবতাকে।

ইউনিভার্সিটির হলে আমার কিছুদিনের রুমমেট ছিলো এক সশস্ত্র তরুণ। অস্ত্রের সাথে তার চলাফেরা। একদিন দেখলাম আমার বইয়ের তাক থেকে শামসুর রাহমানের পাতা ওলটাচ্ছে সে। দেখলাম কবিতার শক্তি। কবিতা মানুষকে বদলে দেয় - দেখলাম চোখের সামনেই। সেদিনের সে তরুণ আজ এক নতুন মানুষ। একটা অস্ত্রে কত বারুদ থাকে? তার চেয়ে অনেক বেশি বারুদ থাকে কবিতায় - ঠিকমত ঘঁষতে জানলে সে বারুদে স্ফুলিঙ্গা বেরোয়। কবিতার স্ফুলিঙ্গো বদলে যায় জীবন, খুনি হয়ে যায় আশ্চর্য মানবিক প্রেমিক। শামসুর রাহমান সে স্ফুলিঙ্গা জ্বালিয়েছেন কবিতায়, জানিয়ে গেছেন, *স্বাধীনতা তুমি একলা পুকুরে মধ্য দুপুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার*।

৫

বাংলাদেশের সবগুলো দুঃশাসনের বিষফল যখন আমার গলাটিপে ধরে - আমি নিজেকে শুনিয়ে বলি -

*আকাশের নীলিমা এখনো
হয়নি ফেরারী, শুদ্ধাচারী গাছপালা
আজো সবুজের
পতাকা ওড়ায়, ভরা নদী
কোমর বাঁকায় তন্নী বেদিনীর মতো।
এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো কোথাও
পরাজিত সৈনিকের মতো
সুধাংশু যাবে না।*

২৬ আগস্ট ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।